Islami Ain O Bichar
Vol. 22, Issue: 85
January-March, 2026
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2026-03-07
Published : 2026-05-10
DOI: 10.58666/iab.v22i85.346

Islamic Matrimonial Paradigms and the Report of the Women's Affairs Reform Commission: A Critical Appraisal

Md. Firoz Reza*
Mohammad Nurullah**

Abstract

In Islam, marriage is not merely a contract; rather, it is an institutional system founded on moral, social, and religious responsibilities, playing a significant role in maintaining the stability of the family and society. This article attempts to examine the social significance of Islamic matrimonial paradigms by analyzing their fundamental concepts, objectives, and conditions. At the same time, the proposals presented in the report of the Women's Affairs Reform Commission regarding marriage, divorce, inheritance, and family law have been comparatively evaluated in the light of Islamic Shariah. The research is primarily based on a qualitative approach, in which relevant jurisprudential opinions and policy documents have been analyzed. The discussion reveals that some of the commission's proposals are consistent with Islamic principles, such as ensuring the ability to assume marital responsibilities, guaranteeing women's maintenance, and promoting social security. On the other hand, certain proposals including the introduction of a uniform family law, the restriction or prohibition of polygamy, the abolition of verbal divorce, and the recognition of sex work as a "moral profession" were found to be in conflict with the prescribed provisions of Islamic Shariah.

Keywords: Marital Principles; Family; Character; Women's Affairs Reform Commission; Human Rights

ইসলামের বিবাহনীতি ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা: একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

ইসলামে বিবাহ একটি বৈধ চুক্তি হওয়ার পাশাপাশি নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে গঠিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যা পরিবার ও সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামের বিবাহনীতির মৌলিক ধারণা, উদ্দেশ্য ও শর্তাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার এবং পারিবারিক আইনসংক্রান্ত প্রস্তাবনাগুলোকে ইসলামী শরীয়তের আলোকে তুলনামূলকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণাটি মূলত গুণগত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত, যেখানে প্রাসঙ্গিক ফিকহি মতামত এবং নীতিনির্ধারণী দলিলসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে কমিশনের কিছু প্রস্তাব ইসলামী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন- বৈবাহিক দায়িত্ব গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন, নারীর ভরণপোষণ ও সামাজিক নিরাপত্তা। অপরদিকে অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রবর্তন, বহুবিবাহ সীমিত বা নিষিদ্ধকরণ, মৌখিক তালাকের অবলুপ্তি এবং যৌনকর্মকে বৈধ পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানসহ কিছু প্রস্তাব ইসলামী শরীয়তের নির্ধারিত বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়।

মূলশব্দ: বিবাহনীতি; পরিবার, চরিত্র; নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন; মানবাধিকার।

* Md. Firoz Reza is a MPhil Resarcher, Depertment of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka. E-mail: firozreza.reza89@gmail.com,
** Dr. Mohammad Nurullah is a Professor Department of Islamic Studies Jagannath University, Dhaka, Email: mnurullah@dis.jnu.ac.bd

১. ভূমিকা

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আ. ও হাওয়া আ. বৈধ বিবাহের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করেন। পরবর্তীতে যুগে যুগে মানব সমাজ তাদের প্রদর্শিত নীতির অনুসরণে বৈধ বংশধারা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন জাতি নীতি বহির্ভূত বিবাহের অনুসরণে এ বৈধ বংশধারার ধারাবাহিকতাকে কলুষিত করে ফেলে। ফলে ধ্বংস হয়ে যায় বহু সভ্যতা। আর অনেক জাতি হারিয়ে ফেলে তাদের মৌলিক অধিকার। বাস্তবিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নীতি বহির্ভূত বিবাহের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া পিতৃপরিচয়হীন সন্তানদের দায়িত্ব নেওয়ার কেউ থাকেনা। ফলে এ সকল সন্তানমানবিক ও অপরাধ প্রবণ হয়ে ওঠে। যার প্রেক্ষিতে বহু সভ্য জাতি হুমকির মধ্যে পতিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যায় তাদের স্বকীয়তা। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিবাহনীতি অতুলনীয়। সকল নবী-রাসূল বিবাহ করেছেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে তাঁদের সংসার পরিচালনা করেছেন। আর তাদের অনুসারীগণ তাদের প্রদর্শিত বিবাহনীতির অনুসরণে যুগে যুগে সভ্য জাতি উপহার দিয়েছেন। তথাপিও যুগের পরিবর্তনে বহু সংগঠন বা বিভিন্ন কমিশন; এমনকি নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনও তাদের প্রস্তাবিত সুপারিশমালায় বিবাহনীতিতে ইসলাম পরিপন্থি ও সমাজের নীতি বহির্ভূত কিছু দাবি উত্থাপন করেন। অথচ এ ধরণের নীতি বহির্ভূত বিবাহের কারণে যুগে যুগে বহু সভ্যতা বিলীন হয়েছে গেছে এবং অনেক সভ্যতা এখন বিলীনের পথে। সুতরাং মানব সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলামের বিবাহনীতির বিকল্প নেই।

২. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাকর্মে গুণগত পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ ও কন্টেন্ট বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণায় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামের বিবাহনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ রাষ্ট্রীয় প্রস্তাবনার

গভীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামের বিবাহনীতি ও নারী কমিশনের প্রস্তাবনার মধ্যে তুলনামূলক মূল্যায়নও করা হয়েছে। এখানে Correlational Research এর দুটি চলক হলো-

১। ইসলামের বিবাহনীতি
২। নারী কমিশনের প্রস্তাবনা

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এ গবেষণাকর্মে ইসলামের বিবাহনীতি ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিবাহ বিষয়ক সুপারিশসমূহের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনান্তে উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ দিকসমূহ ও সাংঘর্ষিক দিকসমূহ অনুসন্ধানপূর্বক উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

ইসলামের বিবাহনীতির সাথে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে বিবাহ বিষয়ক সুপারিশসমূহে কিরূপ পার্থক্য রয়েছে?

৩. সাহিত্য পর্যালোচনা

ইতঃপূর্বে ইসলামের বিবাহনীতি ও ফিকহের কিতাবে 'কিতাবুন নিকাহ' এবং ইসলামের পারিবারিক আইন বিষয়ক অনেক গবেষণা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ক কিছু রচনার পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো:

ইমাম গাজ্জালী রহ. তাঁর 'ইহইয়া উলুমুদ্দীন' গ্রন্থে বিবাহকে আত্মশুদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবিক সম্পর্কের উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন।[১] ইবনে খালদুন তাঁর 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে বিবাহকে সমাজ ও পরিবারের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২] ড. জামাল বদউই 'Gender Equity in Islamic Dawha Movement' শীর্ষক প্রবন্ধে নারী-পুরুষের পারস্পরিক দায়িত্ব ও সম্মানের ভিত্তিতে বিবাহকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন।[৩] ড. মো: নাছির উদ্দীন 'ইন্টারনেটে বিবাহ ও বিচ্ছেদ' শীর্ষক গ্রন্থে ইসলামী বিবাহনীতি বর্তমান প্রযুক্তি, সামজিক চাপ ও আধুনিক আইনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪] মুফতী ত্বাকী উসমানী 'বিবাহ ও তালাক' শীর্ষক গ্রন্থে ইসলাম পরিবার ও সমাজে ভারসাম্য রক্ষার্থে বিবাহকে একটি নিরাপদ ও দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক হিসেবে গণ্য করেছেন।[৫]

1. Imam al- Gazali, Ihyau Ulumid din, *Translated by Mawlana Muhiuddin Khan* (Dhaka: Madina Pablication, 2010)
2. Ibn Khaldun, *Mukaddima*, Translated by Golam Samdani Kuraishi (Dhaka: Dibbo Prokash, 2007)
3. Dr. Jamal Badyee, "Gender Equity in Islamic Dawha Movement" *Islamic Research Acadamy*, (1999): p.45
4. Dr. Md. Nasir Uddin, *Internete bibah O Bisched* (Dhaka: Sarborno Prokashon, 2023)
5. Mufti Taqi Osmani, *Baibah O Talak* (Dhaka: Maktabatul Ashraf, 2015)

আধুনিক চিন্তাবিদ Wael B. Hallaq তাঁর 'Shari'a: Theory, Practice, Transformations' শীর্ষক গ্রন্থে বিবাহকে একটি নৈতিক চুক্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[৬]

নারী অধিকার ও আইন সংস্কার বিষয়ক সমসাময়িক গবেষণায় একটি ভিন্ন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফাতিমা মারনিসি (Fatima Mernissi)[৭] এবং আমিনা ওয়াদুদ (Amina Wadud)[৮] প্রমুখ গবেষকরা কুরআনের ব্যাখ্যায় লিঙ্গ-সমতা ও ন্যায়বিচারের প্রশ্নকে প্রাধান্য দিয়েছেন। একইভাবে তাহির মাহমুদ (Tahir Mahmud) তাঁর Personal Law in Islamic Countries গ্রন্থে বিভিন্ন মুসলিম দেশের পারিবারিক আইনের সংস্কার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন।[৯] এসব গবেষণায় বহুবিবাহ নিয়ন্ত্রণ, বিবাহের ন্যূনতম বয়স, তালাক প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক আইনি সংস্কারের যুক্তি তুলে ধরা হলেও, শরিয়তের ধ্রুপদী কাঠামোর সাথে সরাসরি তুলনামূলক বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রে আংশিক বা পরোক্ষ।

Noor Mohammad তাঁর "Islamic Law & Women Rights in Bangladesh" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশে প্রয়োগকৃত ইসলামী পারিবারিক আইনের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতাগুলো পরীক্ষা করে এ পরিচালিত গবেষণায় দেখিয়েছেন, নারীর অধিকারের ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আইনশাস্ত্র থেকে উদ্ভূত। তবে, নারীর অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা ও অজ্ঞতা, ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ইত্যাদির কারণে নারীদের জন্য নিশ্চিতকৃত অধিকারগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় না। পাকিস্তান, ভারত, তিউনিসিয়া, সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন ইত্যাদি সহ বিশ্বের বেশিরভাগ ইসলামী দেশে নারী অধিকার বিষয়ক সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে ইসলামি নির্দেশনার অন্তর্ভুক্তি লক্ষণীয়।[১০]

Md. Ayatullah তাঁর "Reforms in Islamic Law in the Contemporary World and Conformity with Islamiic Principles" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭ অনুযায়ী মুসলমানদের কিছু ব্যক্তিগত বিষয় তাদের বিশুদ্ধ শরিয়ত আইন দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়। উত্তরাধিকার, সন্তানের হেফাজত ও অভিভাবকত্ব, বিবাহবিচ্ছেদ, বহুবিবাহ

6. Weal B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*(Cambridge: Cambridge University Press,2009)
7. Fatima Mernissi, Beyond the Veil : Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society (Indiana: Indiana University Press, 1987)
8. Amina Wadud, Qur'an and Woman : *Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999)
9. Tahir Mahmud, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)
10. Noor Mohammad, "Islamic Law & Women Rights in Bangladesh", *Social Sciences*, Vol. 2, No. 2, 2013, pp. 22-33.

ইত্যাদির মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনি বিধান রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইন এবং বিচারিক নজির দ্বারা পরিবর্তিত, পরিপূরিত বা সংস্কার করা হয়েছে। এই সংস্কারগুলো চিরায়ত মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা, প্রয়োগ এবং স্পষ্টীকরণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। অনেক ক্ষেত্রে, এখন পর্যন্ত করা সংস্কারগুলো এই বিষয়গুলোতে চিরায়ত আইন থেকে বিচ্যুত। সেই সংস্কারগুলো খুঁজে বের করার এবং আইনের ইসলামী উৎসের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে।[১১]

আইন ও নীতি সংস্কারের চিরায়ত সংস্কার প্রথার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন সংস্কারের ১৫টি বিষয়ে ৪৪৩টি সুপারিশ করেছে নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন।[১২] নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সুপারিশকৃত ১৫টি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- সংবিধান আইন ও নারীর অধিকার; সমতা ও সুরক্ষার ভিত্তি; সব বয়সী নারীর জন্য সুস্বাস্থ্য; নারীর অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও জাতীয় সংস্থাসমূহ; অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ ও সম্পদের অধিকার; নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ; স্থানীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান পর্যায়ের উন্নয়ন; নারী শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন; নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতামুক্ত সমাজ; দারিদ্র্য হ্রাসে টেকসই সামাজিক সুরক্ষা; জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে, গণমাধ্যমে নারীর অংশগ্রহণ; জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও বিকাশ; নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছে।[১৩] তবে এসব গবেষণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বা শরিয়তবিরোধিতার অভিযোগকেন্দ্রিক। তবে ইসলামের সামগ্রিক বিবাহনীতির সাথে কমিশনের বিবাহসংক্রান্ত সুপারিশসমূহের একটি পদ্ধতিগত তুলনামূলক বিশ্লেষণ এখনও অনুপস্থিত। ফলে বর্তমান গবেষণা উক্ত শূন্যস্থান পূরণের প্রয়াস গ্রহণ করেছে।

উপর্যুক্ত রচনাসমূহে বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা হলেও ইসলামের বিবাহনীতির ভূমিকাকে কেন্দ্র করে সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে একটি তুলনামূলক ও সমন্বিত বিশ্লেষণমূলক গবেষণা এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এই গবেষণা প্রবন্ধ ইসলামের বিবাহনীতি ও রাষ্ট্রীয় প্রস্তাবনাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্ব বুঝতে সহায়ক হবে। নারী কমিশনের প্রস্তাবনার প্রাসঙ্গিকতা এ

11. Md. Ayatullah, "Reforms in Islamic Law in the Contemporary World and Conformity with Islamiic Principles", *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, vol. 5(2), 2019, pp. 33-57
12. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan* (Dhaka: Ministry of Women and Children Affairs, 2025)
13. Arif Bin Habib, "Women's Affairs Reform Commission' report: A direct attack on Islam and the Muslim community", https://islamidawahcenter.com/womens-affairs-reform-commissions-report/, Search on date: 09/05/2026

আলোচনায় নতুনভাবে যুক্ত হওয়ায় গবেষণাটি স্বাভাবিকতার তুলনায় একটি স্বতন্ত্র ও সময়োপযোগী অবদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৪. ইসলামে বিবাহের ধারণাগত ও তাত্ত্বিক ভিত্তি

বিবাহের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মাঝে স্থায়ী বন্ধন তৈরি হয়ে পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রেখে একটি সমাজ ও সভ্যতার সূত্রপাত ঘটে। ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিমালা প্রদান করেছে, যা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নিম্নে ইসলামের আলোকে বিবাহের পরিচয় ও এ সংক্রান্ত নীতিমালা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো:

৪.১. বিবাহের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ হলো একটি বৈধ চুক্তি, যা নারী ও পুরুষের মাঝে পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বন্ধন স্থাপন। এ বন্ধন শুধুমাত্র শারীরিক সম্পর্কের বৈধতা নয় বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক চুক্তি যা পরিবার, সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে। ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে বিবাহের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বিবাহ এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন বৈধ হয়।[১৪]

ইসলামি পরিভাষায় বিবাহের সংজ্ঞায়নে সালেহ বিল ফাওযান বলেন,

> والنكاح عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله. وعقد النكاح ميثاق بين الزوجين؛ قال تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} ؛ فهو عقد يوجب على كل من الزوجين نحو الآخر الوفاء بمقتضاه؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} .
>
> বিবাহ একটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক চুক্তি যা প্রত্যেক স্বামী বা স্ত্রীকে একে অপরের সান্নিধ্য লাভের অনুমতি দেয়, যেমন নবী ﷺ বলেছেন: "নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো, কারণ তারা তোমাদের সঙ্গী এবং তোমরা আল্লাহর বাণী দ্বারা তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করেছ।" বিবাহের চুক্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একটি অঙ্গীকার, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: {এবং তারা তোমাদের কাছ থেকে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে}। এটি এমন একটি চুক্তি যা প্রত্যেক স্বামী বা স্ত্রীকে একে অপরের প্রতি তার শর্তাবলী পূরণে বাধ্য করে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন: {হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করো}।[১৫]

মোটকথা, বিবাহ হলো এমন একটি বন্ধন যা একজন নারী ও পুরুষের দাম্পত্য জীবনকে সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত বৈধতা প্রদান করে এবং যার মাধ্যমে তারা

14. Dar Ahyiail Kutubil Arabia, *Fatwae Alamgiri* (Kairo: Dar Ahyiail Kutubil Arabia, 1952) Vo. 2, P. 53
15. Salih bin fawzan bin eabd allh alfawzan, *Almulakhas Alfiqh* (Riyad : dar al asimath, 1423h), vol. 2, p. 323

একত্রে বসবাস, পরিবার গঠন ও পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের দ্বারা সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করে।

৪.২. বিবাহের লক্ষ্য

ইসলামে বিবাহ একটি ইবাদত, নৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক দায়িত্ব। ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী বিবাহ বন্ধন দাম্পত্য জীবনকে গতিশীল করে এবং প্রশান্তি ও মানসিক তৃপ্তি লাভ হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

আর মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যই তোমাদের থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি করেছেন তোমাদের মধ্যে পরস্পরের ভালোবাসা ও দয়া।[১৬]

বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আরও উল্লেখ করেছেন,

﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾

এরা (মাহরাম নারী) ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে চাইবে বিবাহ করে, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে নয়।[১৭]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾

তোমরা অবৈধ যৌন সম্ভোগের নিকটবর্তী হয়োনা। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।[১৮]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

﴿انكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾

তোমরা মেয়েদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে করো। অবশ্যই তাদের ন্যায়ানুগভাবে দেন মহর দাও। যেন, তোমরা তোমাদের বিয়ের দূর্গে সুরক্ষিত হয়ে থাকতে পারো এবং অবাধ যৌন চর্চায় লিপ্ত হয়ে না পরো। আর গোপন বন্ধুত্বের যৌন উশৃঙ্খলতায় লিপ্ত না হও।[১৯]

বৈধভাবে জৈবিক চাহিদা পুরণ ও পরিবর্তিত সুশৃঙ্খলার মাধ্যমে ত্বাত্তিক প্রশান্তি ও মানষিক তৃপ্তিই বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য।

৪.৩. বিবাহের উদ্দেশ্য

মানব জীবনের বহুমুখী উদ্দেশ্য পূরণে বিবাহ যথেষ্ট অবদান রাখে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো।

16. Al Qura'n: 30:21
17. Al Qura'n:4:24
18. Al Qura'n:17:32
19. Al Qura'n:4:25

৪.৩.১. বংশধারা সংরক্ষণ : বংশধারা সংরক্ষণ ও নীতি নৈতিকতার সাথে গঠিত বৈধ প্রজন্মের মূল ভিত্তি হলো বৈধ বিবাহ। এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

تَزَوَّجُوْا اَلْوَدُوْدَ اَلْوَلُوْدَ فَاِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْاُمَمِ.

তোমরা সেই নারীকে বিবাহ করো, যে ভালোবাসে এবং সন্তান বেশী জন্ম দেয়। কেননা আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যা দ্বারা গর্ব করবো।[২০]

নীতি বহির্ভূত বিবাহের মাধ্যমে বংশধারার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয়। তবে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে পবিত্র বংশধারা অব্যাহত থাকে।

৪.৩.২. দায়িত্ববোধ জাগ্রতকরণ : বিবাহ একটি মানুষকে সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলে। বিবাহের পূর্বে সে ছিল একজন, এখন সে দায়িত্বশীলতার ভূমিকায় পরিবার গঠনে নিজেকে পরিপক্ক করে তোলে। যা তার আবেগ, অনুভূতি ও মানসিকতার বিকাশ ঘটায়। বিবাহকে ইসলাম মহান অঙ্গীকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾

তারা তোমাদের নিকট থেকে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।[২১]

বিবাহ কেবল প্রশান্তিই নয়, বরং এটি পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও নৈতিক অঙ্গীকারের প্রতীক। এ ব্যাপারে নবী ﷺ ইরশাদ করেন,

اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ.

তোমাদের প্রত্যেকে একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ দ্বায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[২২]

মূলত টেকসই ও শান্তিপূর্ণ সভ্যতা নির্মাণে ইসলামী শরীয়া ভিত্তিক বৈধ বিবাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কেননা দায়িত্বহীন ও সহানুভূতিহীন বন্ধনই সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

৪.৩.৩. সামাজিক স্থিতিশীলতা ও পারিবারিক বন্ধন : একটি আদর্শ সমাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো পরিবার, যা সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গীনি সৃষ্টি করে উভয় থেকে অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।[২৩]

20. Imam Abu D`aud Sulaiman, *As Sunan* (Kairo: Dar Ahyea al-kutubil Arabia, 1952), Hadtih No: 2050
21. Al Qura'n: 4:21
22. Al Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *As Sahih* (Kairo: Dar Ahyea al-kutubil Arabia, 1952), Hadtih No: 893

এ আয়াতে সামাজিক সম্প্রসারণে পরিবারের ভিত্তি স্থাপনকেই অগ্রগণ্য করা হয়েছে।

৫. বিবাহের আইনগত কাঠামো : বিবাহের রুকন ও শর্তাবলি

বিবাহের রুকন (আবশ্যক উপাদান) নিয়ে ফকীহহগণ মতভেদ করেছেন। হানাফীগণের মতে, বিবাহের রুকন শুধু প্রস্তাব ও কবুল। মালিকীগণের মতে, বিবাহের রুকন হলো অভিভাক, পাত্র-পাত্রী (বর-কনে), বিবাহ জ্ঞাপক শব্দ। শাফিঈগণের মতে, বিবাহের রুকন পাঁচটি: বাক্য, স্বামী, স্ত্রী, স্বাক্ষীদ্বয় ও ওলী বা অভিভাবক। হাম্বলীগণের মতে, বিবাহের রুকন তিনটি: স্বামী-স্ত্রী, প্রস্তাব ও কবুল।[২৪] বিবাহে এ সকল রুকনের সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্তাদি পালন আবশ্যকীয় করা হয়েছে। যা পালনে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন মজবুত হয় এবং পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষিত হয়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে তা আলোকপাত করা হলো।

৫.১. পারস্পরিক সম্মতি : জবরদস্তিমূলক বিবাহকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। বিবাহে পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক সম্মতি অন্যতম শর্ত। এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এসেছে-

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.

যে নারী আগে বিবাহিত হয়েছে, সে নিজের ব্যাপারে অধিক অধিকার রাখে। আর কুমারি কন্যার অনুমতি নেওয়া হবে। তবে তার নীরবতাই তার সম্মতি।[২৫]

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার সম্মতি গ্রহণকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মতিকে বিবাহের ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে। যা পরবর্তীতে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫.২. মাহরাম নারীদেরকে বিবাহ না করা : দুগ্ধপান সম্পর্ক, বিবাহ সম্পর্ক ও রক্ত সম্পর্কের কারণে কতিপয় মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-করআনে এসেছে-

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾

তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের মেয়ে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতিজী, ভাগ্নী, তোমাদের সেই সকল মা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন, তোমাদের দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের প্রতিপালনাধীন সৎকন্যা, যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত যাদের

23. Al Qura'n: 4:1
24. Editorial Board, *Islami phikah biśakōṣ-1 (Islāmēr pāribārik ā'ina),* (Dhaka: Bangladesh Islami lawResearch and Legal Aid Centre, 2012), vol. 1, p. 227
25. Muslim ibnul Hajjaj, Imam Abul Husain. *As Sahih* (Bairut: Dar Ahyaut turas al-arabia, 1955), Hadith No. 1421

সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছো। তোমরা যদি তাদের সাথে নিভৃতে মিলন না করে থাকো (এবং তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়), তবে (তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করাতে) তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও (তোমাদের জন্য হারাম) এবং এটাও (হারাম) যে, তোমরা দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করবে।[২৬]

বিবাহের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত নারীদেরকে বিবাহ করা ইসলামী শরী'আতে হারাম। তবে এরা ছাড়া অন্য নারীদেরকে বিবাহ করা যায়েজ। অতএব, বিবাহের বৈধতা নিশ্চয়নের জন্য বিবাহের পূর্বে এ বিষয়টি যাচাই করা বাঞ্চনীয়।

৫.৩. দেনমহর : দেনমহর মূলত স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেয়া সম্মানসূচক উপহার। যা দাম্পত্য জীবনের সূচনা লগ্নেই তাদেরবন্ধনকে সম্প্রীতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে। আল-কুরআনে দেনমহর প্রদানকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

তোমরা নারীদেরকে তাদের মহর সদয়ভাবে পদান কর।[২৭]

এ আয়াতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মহর প্রদানের শর্ত প্রদান করা হয়েছে। বিবাহের সময় মহর অনাদায় থাকলেও পরবর্তীতে তা আদায় করা বাধ্যতামূলক।

৫.৪. ইজাব ও কবুল :বিবাহের পূর্বে বর বা কনে যে কোন পক্ষ থেকে প্রথমে প্রস্তাব পেশ করা হয়। ঐ প্রস্তাবনা বাক্যকে ইজাব এবং প্রত্যুত্তরে অনুমোদন সম্বলিত বক্তব্যকে কবুল বলা হয়। ইজাব ও কবুল বিবাহের অন্যতম শর্ত। এ প্রসঙ্গে হিদায়া প্রণেতা বলেন,

النكاح ينعقد بالايجاب والقبول في مجلس واحد

বিবাহে ইজাব ও কবুল একই মজলিসে হবে।[২৮]

মোদ্দাকথা, ইজাব ও কবুল বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এ ক্ষেত্রে ইজাব ও কবুল একই মজলিসে সংঘটিত হওয়া বাঞ্চণীয়।

৫.৫. সাক্ষী : বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী অপরিহার্য শর্ত। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

لا نكاح الا بشاهدي عدل

ন্যায়পরায়ণ দুইজন সাক্ষী ব্যতীত কোন বিবাহ বৈধ নয়।[২৯]

প্রত্যক্ষ স্বাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। যাতে সামাজিক স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা থাকে।

26. Al Quran: 4:23
27. Al Qura'n: 4:4
28. Al-Murghinani, Burhan al-din, *Al-Hidayah fi sharh Bidayat al -Mubtadi* (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), vol. 1, p.188
29. Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid, *As Sunan* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Hadith no.1881

৬. ইসলামের বিবাহনীতির উপকারিতাসমূহ

ইসলাম বিবাহকে কেবল সামাজিক প্রথা হিসেবে নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আদর্শ পরিবার, সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম। নিম্নে এ বিষয়ক কতিপয় দিক তুলে ধরা হলো।

৬.১. নৈতিক চরিত্র গঠনে বিবাহের ভূমিকা: যেনা-ব্যাভিচার ও অবৈধ যৌনাচার থেকে আত্মরক্ষার বিকল্প হিসেবে বিবাহনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। যা নারী-পুরুষ উভয়ের চরিত্র রক্ষা করে এবং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও আত্মিক প্রশান্তি অর্জনের পথ উম্মুক্ত করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

তারা তোমাদের জন্য পোষাক, আর তোমরা ও তাদের জন্য পোষাক।[৩০]

ইসলামের বিবাহনীতি চরিত্র গঠনের অন্যতম একটি মাধ্যম। একজন বিবাহিত মানুষ সমাজে পিতা-মাতা বা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে উত্তম আচরণের স্বাক্ষর রাখে। ফলে ব্যক্তির নৈতিকতা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা একটি সভ্য ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৬.২. উন্নত ও দায়িত্বশীল প্রজন্ম নির্মাণ: ইসলামী বিবাহনীতি অনুসরণে বৈধ বিবাহের মাধ্যমেই সুস্থ প্রজন্ম গঠিত হয়। আল্লাহর ঘোষণা-

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾

আল্লাহ তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জীবন সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাধ্যমে তোমাদেরকে সন্তান ও নাতী-নাতনী দান করেছেন। এবং তোমাদেরকে উত্তম জিনিস দ্বারা রিজিক দিয়েছেন।[৩১]

এ আয়াত বৈধ বিবাহনীতি অনুসরণের মাধ্যমে সুস্থ প্রজন্ম গঠনে মানব সমাজকে উৎসাহিত করে। ইসলামের বিবাহনীতি অনুসরণ করা পরিবারের সন্তানরা নৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে উন্নত।[৩২] ইসলাম বৈধ বিবাহের মাধ্যমে সন্তান লালন-পালন তথা বংশবিস্তারের অনুমতি দিয়েছে। ফলে সন্তানের পবিত্র পরিচয়ের পাশাপাশি তার সঠিকভাবে লালন-পালনের অধিকার নিশ্চিত হয়। এছাড়াও সন্তান ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ অর্জনের সুযোগ পায়। কেননা পিতা-মাতা সন্তানের প্রথম শিক্ষক; তাঁদের আদর, যত্ন ও ভালোবাসার পরিবেশেই শিশুরা মানবিকতা, সহমর্মিতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা লাভ করে। ফলে তারা

30. Al Qura'n: 2:187
31. Al Qura'n: 16:72
32. Hidayat, R. Sharia-Based Marriage and Its Role in Moral Education: A Case Study of Jakatra , *Islamic Family Studies Review*, vol. 8/3, 2020, p. 23-24

সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠে যাদের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা, পবিত্রতা ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি উন্নত ও দায়িত্বশীল প্রজন্ম নির্মাণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। তাই বলা যায়, ইসলামের বিবাহনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে নৈতিকতাসম্পন্ন, আল্লাহভীরু ও দায়িত্বশীল মানবসভ্যতা।

৬.৩. সামাজিক শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের উন্নয়ন: অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিতদের মধ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ অধিক লক্ষ্য করা যায়। কেননা বিবাহের মাধ্যমে চুক্তি ভিত্তিক ও দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন, স্বামীর দায়িত্ব হলো ভরণপোষণ, নিরাপত্তা ও নেতৃত্ব। স্ত্রীর দায়িত্ব হলো সংসার রক্ষা, আনুগত্য ও সন্তান প্রতিপালন। আর উভয়ের দায়িত্ব হলো পারস্পারিক ভালোবাসা, সহযোগিতা ও নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি। সমাজের বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার প্রতিরোধে এ ধরণের কাঠামো অতিব জরুরী।

৭. ইসলামের বিবাহনীতি ও বর্তমান সমাজ

বর্তমান সমাজে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ যৌন সম্পর্ক, যৌথ পরিবারিক কাঠামোর ভাঙন, একক মাতৃত্বের প্রসার এবং লিভ-ইন রিলেশনশীপ প্রথার বিস্তার এসবই পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক মূল্যবোধকে দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে আধুনিক সভ্যতা এক গভীর নৈতিক সংকটের মুখোমুখি। এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, যে জাতির মধ্যেও ব্যভিচার প্রসারিত হয় এবং তারা প্রকাশ্যে তা করে থাকে আল্লাহ তাদের মধ্যে এমন রোগ-ব্যাধি পাঠান, যা তাদের পূর্বপুরষদের মধ্যে ছিল না।[৩৩]

উপরোক্ত হাদিসের বক্তব্য বর্তমান সমাজের বাস্তবতার সাথে মিলে যায়, যেখানে নৈতিক অবক্ষয়ের সাথে সাথে সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয়ের জন্ম দিয়েছে। তাই বলা যায়, ইসলামের বিবাহনীতি সভ্যতা রক্ষার মাইলফলক। এতে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা, নৈতিক রক্ষাকবচ ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা। এ নীতির অনুসরণে সমাজ টেকসই, নিরাপদ ও উন্নতরূপে বিকশিত হয়।

৮. ইসলামের বিবাহনীতি ও নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনার মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা

জুলাই বিপ্লব, ২০২৪ পরবর্তী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সংস্কারের নিমিত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকার কর্তৃক সংস্কার বিষয়ক বিভিন্ন কমিশন গঠিত হয়। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন তন্মধ্যে অন্যতম। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনায় বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলো-

33. Ibn Majah, Op. cit., Hadith No.4019

	নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে থাকা বিষয়	বিবাহ রীতির সাথে সম্পর্ক
১.	সংবিধানে নারীর স্বীকৃতি, অভিন্ন পারিবারিক আইন এবং CEDAW সনদের পূর্ণ বাস্তবায়ন।	অভিন্ন পারিবারিক আইন। ইসলামে নির্ধারিত পারিবারিক আইন রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের আলাদা আলাদা বিধান পালনের স্বাধীনতায় ইসলাম বিশ্বাসী।
২.	মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করে সম্পদে নারীর ৫০ শতাংশ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।	উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে নারী-পুরুষ সমঅধিকার। কুরআন নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার সমান নয় বরং ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন করা হয়েছে।
৩.	যৌনকর্মীদের 'শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।	ইসলামের বিবাহ রীতির সাথে সাংঘর্ষিক।
৪.	বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর নিশ্চিত করা এবং বাল্যবিবাহ রোধে কঠোর ব্যবস্থা। বাল্যবিবাহের বৈধতার "বিশেষ বিধান" বাতিলের দাবি।	কিন্তু ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ করেনি। বরং কিছু মৌলিক শর্ত নির্ধারণ করেছে এবং নারীর বিবাহযোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেছে।
৫.	বিবাহের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা।	ইসলাম সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইজাব ও কবুলের শর্তারোপ করেছে।
৬.	বিবাহে নারীর সম্মতি বধ্যতামূলক করা।	ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি আবশ্যক।
৭.	বহুবিবাহ নিষিদ্ধ।	ইসলাম স্ত্রীদের সাথে ন্যায়বিচারের শর্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি দেয়।
৮.	মৌখিক তালাক নিষিদ্ধ ও কেবল আদালতের মাধ্যমে তালাক বৈধ।	ইসলামে মৌখিক তালাক কার্যকর।
৯.	কাবিন ও ভরণপোষণ নিশ্চিতকরণ।	ইসলাম নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার জন্য মাহর ও স্ত্রীর ভরণপোষণকে স্বামীর উপর আবশ্যক করেছে।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে, যা নারীর সামাজিক ও আইনগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এ সকল প্রস্তাবনা ইসলাম ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রহণযোগ্য। একইসাথে এ কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে এমন কিছু প্রস্তাব রয়েছে, যা ইসলামী বিবাহনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনায় বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত বিষয়গুলো ইসলামি বিবাহরীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হলো-

৮.১. অভিন্ন পারিবারিক আইন: সকল ধর্মের জন্য একই পরিবারের কাঠামো প্রস্তাবের মাধ্যমে বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকারে সম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।[৩৪] যেখানে বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার বিষয়ে সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য সমতাভিত্তিক একক আইন কাঠামোর সুপারিশ করা হয়েছে। অপরদিকে ইসলামি পারিবারিক আইন হলো শরী'আত নির্ধারিত বিধানসমষ্টি ও অপরিবর্তনযোগ্য। যা ইসলামী আইনের উৎস পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ফিকহি বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভূত। ইসলাম বিবাহকে কেবল নাগরিক চুক্তি নয়; বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অঙ্গীকার হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসলামী আইনে বিবাহ একটি বৈধ চুক্তি হলেও তা নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোর অধীন। স্বামী-স্ত্রীর আর্থিক ও নৈতিক দায়িত্ব পৃথকভাবে নির্ধারিত। যেমন, স্বামীকে ভরণপোষণ প্রদানে বাধ্যবাধকতা, স্ত্রীর জন্য মহর নির্ধারণ ইত্যাদি। কুরআনে তাৎক্ষণিক বিচ্ছেদ বা তালাককে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বরং তালাকের ক্ষেত্রে কুরআন প্রথমত ধৈর্য, সালিশ ও পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿فَٱبۡعَثُوا حَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهَا﴾

তোমরা তার পরিবার থেকে এক সালিশ ও তার পরিবার থেকে এক সালিশ প্রেরণ কর।[৩৫]

হাদিসে তালাককে বৈধ ঘোষণা করা হলেও তা অপছন্দনীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ الطَّلَاقُ.

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হলো তালাক।[৩৬]

হাদিসটি বিবাহ সংরক্ষণের নৈতিক গুরুত্ব নির্দেশ করে। অন্যদিকে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কুরআন নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করেছে।[৩৭] কুরআনের এ বিধান পরিবর্তনযোগ্য নয়। চার মাযহাবে (হানাফি, মালিকি, শাফেরি ও হাম্বলি) উত্তরাধিকার অংশে ইজমা (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন।" ফিকহের উসুল অনুযায়ী যেখানে স্পষ্ট নস বিদ্যমান, সেখানে কিয়াস বা মাসলাহা (সাধারণ কল্যাণ) দ্বারা তা পরিবর্তন করা যায় না।

৮.২. উত্তরাধিকার ও সম্পত্তিতে সমঅধিকার: উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।[38] অন্যদিকে কুরআন উত্তরাধিকারে নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

[34]. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan*, pp. 45-46
[35]. Al Qura'n: 4:35
[36]. Imam Abu Dawud, Op.cit., hadith no.2178.
[37]. Al Qura'n: 4:11-12
[38]. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan,* Op.cit., 41

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ * لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَ لِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۱۱﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দেন যে, ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান। কেবল মেয়ে দুই বা ততোধিক হলে তারা পাবে সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ। একমাত্র মেয়ে হলে পাবে অর্ধেক। সন্তান থাকলে পিতা-মাতা প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। সন্তান না থাকলে এবং পিতা-মাতা উত্তরাধিকারী হলে মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ। আর যদি ভাইবোন থাকে তবে মা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এসব বণ্টন কার্যকর হবে ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জানো না-পিতা না সন্তান, কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী। এটি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীরা যদি সন্তান না রেখে মারা যায়, তবে তোমরা পাবে তাদের সম্পদের অর্ধেক। আর যদি সন্তান থাকে, তবে পাবে এক-চতুর্থাংশ ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা যদি সন্তান না রেখে মারা যাও, তবে তোমাদেও স্ত্রীরা পাবে এক-চতুর্থাংশ। আর যদি সন্তান থাকে, তবে তারা পাবে এক-অষ্টমাংশ ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি কোনো ব্যক্তি (পুরুষ বা নারী) পিতা-মাতা ও সন্তানবিহীন (কালালা) অবস্থায় মারা যায় এবং তার এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। একাধিক হলে তারা এক-তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে। এসব বণ্টনও ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে, কারও প্রতি ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।[৩৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরাধিকার বণ্টনে কুরআনের নির্ধারিত অংশ বাস্তবায়ন করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

নির্ধারিত অংশগুলো তাদের হকদারদের দাও, অবশিষ্ট থাকলে নিকটতম পুরুষ আত্মীয় পাবে।[৪০]

[৩৯]. Al Qura'n: 4:11-12

[৪০]. Al Bukhari, Op.cit., hadith no.6732

আর চার মাযহাবেও সর্বসম্মতভাবে কুরআনিক অংশসমূহকে অপরিবর্তনীয় বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে। কেননা, পুরুষের ওপর মহর, নাফকা, পারিবারিক এবং আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত। আর নারীর উপার্জন ও সম্পত্তি ব্যক্তিগত মালিকানায় সুরক্ষিত। ফলে পুরুষ-নারীর অংশ সমান নয় বরং ন্যায্যতার ভিত্তিতে হওয়া সমীচীন।

৮.৩. যৌনকর্মীকে বৈধ কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি: যৌনকর্মকে শ্রম হিসেবে বিবেচনা ও আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।[৪১] প্রস্তাবে যৌনকর্মকে বৈধ পেশা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি করা হয়েছে। এ প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণে কুরআন-সুন্নাহ এবং ফিকহের আলোকে পর্যালোচনা অপরিহার্য। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে ব্যভিচার নিষিদ্ধ করে বলেন,

﴿وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾

তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই এটি অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পথ।[42]

এছাড়া অন্য আয়াতে নারীদের জোরপূর্বক যৌনশোষণ (বেশ্যাবৃত্তি) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾

তোমাদের দাসীদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না।[৪৩]

এই আয়াতও যৌনাচার-ভিত্তিক পেশাকে নৈতিক বাআইনি স্বীকৃতি দেয় না। হাদিসে ব্যভিচার-সম্পর্কিত উপার্জনকে হারাম বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

(রাসূল ﷺ) কুকুরের মূল্য ও পতিতার উপার্জন থেকে নিষেধ করেছেন।[৪৪]

কুরআন ও হাদিসের বক্তব্য থেকে এ ধরনের উপার্জন শরীআসম্মত মাল বা বৈধ সম্পদ নয়। সুতরাং একে বৈধ কর্মসংস্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া শরীআ বিরোধী। ফকীহদের ঐক্যমতে ব্যভিচার কবিরা গুনাহ ও দন্ডনীয় অপরাধ ও এর বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ অবৈধ। ফলে যৌনকর্মকে বৈধ চাকুরি ঘোষণা করা ইসলামী শরিআহ আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।

৮.৪. বাল্যবিবাহের বৈধতার "বিশেষ বিধান" বাতিলের দাবি: বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে মেয়েদের জন্য ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর ন্যূনতম বিবাহযোগ্য বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে।[৪৫] তবে এ আইনের ধারা ১৯-এ "বিশেষ

[41]. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan,* Op.cit., 37

[42]. Al Qura'n: 17:32

[43]. Al Qura'n: 24:33

[44]. Al Bukhari, Op.cit.,hadith no.2237.

[45] Government of the People's Republic of Bangladesh, *Child Marriage Restraint Act, 2017*

বিধান" রাখা হয়েছে, যেখানে বিশেষ পরিস্থিতিতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী বিশেষ ক্ষেত্রে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে অভিভাবকের সম্মতি ও আদালতের অনুমোদনক্রমে অপ্রাপ্তবয়স্কের বিবাহ বৈধ হতে পারে।[৪৬] নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রতিবেদনের ৩.২.২.১.৫ এর (ক)-এ এই "বিশেষ বিধান" বাতিলের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।[৪৭] যা ইসলামী শরীআর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইসলামী শরীআ বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি; বরং কিছু মৌলিক শর্ত নির্ধারণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

রুশদ তথা মানসিক পরিপক্বতা: এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা-

﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا﴾

তোমরা এতিমদের পরীক্ষা কর যতক্ষণ না তারা বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছে, যদি তাদের মধ্যে প্রজ্ঞা (রুশদ) দেখতে পাও।[৪৮]

উক্ত আয়াতে বিবাহের যোগ্যতার ক্ষেত্রে রুশদ তথা পরিপক্বতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সামর্থ্য : এ প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন,

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে।[৪৯]

ফিক্হ শাস্ত্রেও অপ্রাপ্তবয়স্কের বিবাহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ বলা হয়নি। তবে এটি কঠোর শর্তারোপ করা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে অভিভাবকের দায়িত্বশীল ভূমিকা থাকতে হবে, যেন এর মাধ্যমে কোনো প্রকার ক্ষতি সাধিত না হয়। মোটকথা, ক্ষতির আশংকা না থাকলে ইসলামে বাল্যবিবাহ শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নারী সংস্কার কমিশনের বাল্যবিবাহ রোধ ও বিশেষ আইন বাতিলের দাবির প্রস্তাব ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় বিধানের পরিপন্থি।

৮.৫. বিবাহের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা: ইসলাম সাক্ষীদের উপস্থিতিতে[৫০] ইজাব ও কবুলের শর্তারোপ করেছে।[৫১] ইসলামি আইনে বিবাহ হলো চুক্তিস্বরূপ,[৫২] যাকে দেওয়ানি তথা সামাজিক চুক্তি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। ইসলামি চুক্তি আইনের ন্যায় এ চুক্তি মৌখিকভাবেও হতে পারে আবার লিখিত আকারেও হতে পারে। শাফঈ

46 ibid, Section, 19

47. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan,* Op.cit., p. 40

48. Al Qura'n: 4:6

49. Al Bukhari, Op.cit., hadith no.5066

50 Ibn Majah, Op.cit., Hadith no.1881

51. Al-Murghinani, Burhan al-din, *Al-Hidayah fi sharh Bidayat al -Mubtadi* (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), vol. 1, p.188

52. Editorial Board, Islami phikah biśakōṣ-1 (Islāmēr pāribārik ā'ina),Op.cit., Vol-1, p. 139

ফকিহগণ চুক্তির ক্ষেত্রে লেখাকে ফরজে কিফায়া বললেও[৫৩] ইসলাম সামগ্রিকভাবে চুক্তি লিখে রাখার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ﴾

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে।[৫৪]

৮.৬. বিবাহে নারীর সম্মতি বাধ্যতামূলক করা: ইসলামে বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতি আবশ্যক। ইসলাম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পাত্র–পাত্রীর উভয়ের বিবাহপূর্ব সম্মতিকে শর্তরূপে উল্লেখ করেছে। এ প্রস্তাব–সমর্থন (ইজাব–কবুল) নিজ কানে শ্রবণ করাও জরুরি। পাত্র–পাত্রীর কারো একজনের অসম্মতিতে বিবাহ হলে এ জাতীয় বিবাহ অসম্পূর্ণ (ফাসিদ) থেকে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত পারস্পরিক সম্মতি পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিবাহ অসম্পূর্ণ (ফাসিদ) বলে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে নবী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কুমারী নারী বিয়ে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অনুমতি গ্রহণ করা হবে। আর বিধবা নারী বিয়ে দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মতামত গ্রহণ করা হবে। প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তার অনুমতি কেমন করে? তিনি বললেনঃ যখন সে নীরব থাকে।"[৫৫]

বিবাহের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি একান্ত আবশ্যকীয় কি না এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এ কথা স্পষ্টই বলা যায় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র–পাত্রীর অনুমতির সাথে অভিভাবকের অনুমতি থাকা উত্তম।

৮.৭. পলিগ্যামি (বহুবিবাহ) সীমিত/নিষিদ্ধকরণ: সংস্কার কমিশনের সুপারিশে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে নিয়ন্ত্রণ বা বহুবিবাহ নিষিদ্ধ তথা সীমিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।[৫৬] অপরদিকে কুরআনে বহুবিবাহের অনুমতি শর্তসাপেক্ষ প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা-

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾

53. Editorial Board, *Islami phikah biśakōṣ-5 (Islāmēr Basha o Banijjo Ain),* (Dhaka: Bangladesh Islami law Research and Legal Aid Centre, 2012), Vol-3, p. 380

54. Al Qura'n: 2 : 282

55. Al-Bukhari, Op.cit., Hadith No: 6968

56. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan,* Op.cit., p. 46

তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে এতিমদের ব্যাপারে ন্যায় করতে পারবে না, তবে তোমাদের পছন্দমতো নারীদের মধ্যে দুই, তিন বা চার পর্যন্ত বিবাহ কর; আর যদি আশঙ্কা কর ন্যায় করতে পারবে না, তবে একটিই।[৫৭]

অন্য আয়াতে মানবীয় আবেগগত সমতা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কঠিন হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে নৈতিক সতর্কতা আরোপ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

তোমরা যতই চেষ্টা করো না কেন, স্ত্রীদের মধ্যে (অন্তরের ভালোবাসায়) পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে কখনোই সক্ষম হবে না। সুতরাং তোমরা সম্পূর্ণরূপে একদিকে ঝুঁকে পড়ো না, যাতে অপরজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দাও। আর যদি তোমরা সংশোধন করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫৮]

আয়াতে বলা হয়েছে যে, হৃদয়ের ভালোবাসায় পূর্ণ সমতা সম্ভব নয়। তবে বাহ্যিক অধিকার তথা ভরণ-পোষণ, সময়, বাসস্থান ইত্যাদি বণ্টনে অবিচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোন একজন স্ত্রীকে অবহেলায় ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। যা এ আয়াত দ্বারাই বোঝা যায়। ফলে ইসলামে বহুবিবাহ অবাধ নয়, বরং কঠোর শর্তসাপেক্ষ অনুমোদিত। নবী ﷺ স্ত্রীর অধিকার, ভরণপোষণ ও সমান আচরণের বিষয়ে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। চার মাযহাবেও ন্যায়বিচার ও আর্থিক সক্ষমতার শর্ত আরোপ করে বহুবিবাহকে মূলত বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উসুলুল-ফিকহের দৃষ্টিতে, যেহেতু বহুবিবাহের অনুমতি কুরআনিক নাস দ্বারা প্রমাণিত, তাই বহুবিবাহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা যাবে না। তবে রাষ্ট্র প্রক্রিয়াগত নিয়ন্ত্রণ তথা আদালতের অনুমতি, আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ, পূর্ব স্ত্রীর অবহিতকরণ ইত্যাদি আরোপ করতে পারে কি না? সে বিষয়ে আধুনিক ফিকহে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মোদ্দাকথা হলো, বহুবিবাহ সীমিত বা নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাবকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম অবাধ বহুবিবাহ সমর্থন করে না; বরং ন্যায় ও দায়িত্বের কঠোর শর্তে অনুমোদন প্রদান করে। সুতরাং সংস্কার কমিশনের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ শরীআ'ত নির্ধারিত অনুমতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

৮.৮. মৌখিক তালাক বাতিল: সংস্কার কমিশনের সুপারিশে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন হলে একমাত্র আদালতের মাধ্যমেই তা কার্যকর করার সুপারিশ করা হয়েছে।[৫৯] এ সুপারিশটি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

57. Al Qura'n: 4:3
58. Al Qura'n: 4:129
59. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan,* Op.cit., p. 40

﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسُنٍ﴾

তালাক দুইবার, এরপর হয়তো সদাচরণে স্ত্রীকে রাখা নয়তো সুন্দরভাবে বিদায়।[৬০]

আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾

তোমরা তার পরিবার থেকে একজন সালিশ ও তার পরিবার থেকে একজন সালিশ প্রেরণ কর।[৬১]

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা বোঝা যায় যে, কুরআন তালাককে ধাপে-ধাপে সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনের এ সকল স্পষ্ট নস তালাকের প্রক্রিয়া তথা ইদ্দত, রুজু, সালিশ ও সাক্ষী নিশ্চিত করার ব্যাপারে মৌখিক উচ্চারণকে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে না। বরং তা মৌখিকভাবে এবং লিখিত উভয়টাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে তালাক মৌখিকভাবেই সংঘটিত হতো। এ ছাড়াও চার মাযহাবের স্বীকৃত অভিমত হলো, সারীহ (স্পষ্ট) শব্দে মৌখিক তালাক উচ্চারিত হলে তা কার্যকর।

৮.৯. কাবিন ও ভরণপোষণ নিশ্চিতকরণ: ইসলামে মাহরবিহীন বিয়ে বৈধ নয়। সাধারণ কথায় ইসলামী নিয়ম অনুসারে মুসলিম পরিবারের বৈবাহিক চুক্তি সম্পাদনকালে নির্দারিত এবং বর কর্তৃক স্বীকৃত ও কনেরকে প্রদেয় অর্থ বা সম্পত্তিকে দেনমেহর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১; মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯; মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রিকরণ) আইন-১৯৭৪; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে কাবিনের আইনগত বাধ্যবাধকতা সুদৃঢ় হয়েছে।[৬২] ইসলাম কাবিন তথা মাহরের টাকা স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে পরবর্তীতে পরিশোধের বৈধতা দিয়েছে, এ সুযোগের অপব্যবহার করে নারীকে প্রায়শই তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ বিষয়ে তুরস্কসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিবাহের পূর্বে আদালতের মাধ্যমে স্ত্রীর মাহরের অর্থ জমা করার বিধান রয়েছে। তবে এটি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও ইসলামের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রত্যেক বিবাহে মহর প্রদান করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্‌র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; সন্তুষ্টচিত্তে তারা মাহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।[৬৩]

60. Al Qura'n: 1:229
61. Al Qura'n: 4:35
62. The dissolution of Muslim Marriages Act. 1939 (VII of 1939); The Muslim Family Laws Ordinance, 1961; The Muslim Marriage and Divorce (Registration) Act. 1974; THe Family Court Ordinance, 1985 (XVIII of 1985)
63. Al Qura'n: 4:4

এ আয়াতে মহরের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। তবে বিবাহে মহরের উল্লেখ করা বিবাহ সম্পাদন ও বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। তাই যদি কোন বিবাহ অনুষ্ঠানে মহরের কোনরূপ উল্লেখ করা নাও হয় তবুও সকল আলেমের ঐকমত্যে সে বিবাহ বিশুদ্ধ বলেই গণ্য হবে। আর এজন্য যে, বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের অন্যতম হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী মিলন ও উপভোগ, মহর উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই তার উল্লেখ না করলেও বিবাহ বিশুদ্ধ ও সঠিক হবে; যেমন নাফাকাহ-এর উল্লেখ না করার পরও বিবাহ কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

বিবাহের প্রারম্ভে মাহর প্রদানের পাশপাশি বিবাহ পরবর্তী সময়ে স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব। এ বিষয়ে কুরআনী দলীল,

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾

সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুযায়ী যেন ব্যয় করে।[৬৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

পিতার কর্তব্য হলো তাদের খোরপোশ সদাচারের সঙ্গে প্রদান করা।[৬৫]

আর বিদায় হজে রাসূল ﷺ বলেছেন,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

তোমাদের উপর স্ত্রীদের প্রাপ্য হলো সদাচারের সঙ্গে খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করা।[৬৬]

স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা উত্তম সাদকাহ তুল্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

একজন ব্যক্তি যে অর্থ ব্যয় করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে সেটি যা সে তার পরিবারবর্গের জন্য খরচ করে। এরপর যা সে ব্যয় করে জিহাদের ঘোড়া সাজানোর জন্য। এরপর যা সে ব্যয় করে জিহাদের পথে সঙ্গী-সাথীদের জন্য।"[৬৭]

৯. LGBTQ-এর স্বাভাবিকীকরণ ও আইনি বৈধতা এবং ইসলামের বিবাহনীতি

LGBTQ এবং নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের কিছু প্রস্তাবনার মধ্যে ধারণাগত কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জেন্ডার আইডেন্টিটি ভিত্তিক স্বীকৃতি, পরিবার কাঠামো পুনঃসংজ্ঞায়ন, বৈষম্য বিরোধী নীতি কাঠামো, আইনত স্বীকৃতির বিস্তৃতি ইত্যাদি। সমসাময়িক বিশ্বে LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual,

64. Al Qura'n: 65 : 7
65. Al Qura'n: 2 : 233
66. Al-Muslim, Op.cit., Hadith No: 1218/147
67. Al-Muslim, Op.cit., Hadith No: 1660

Transgender, Queer) এর সামাজিকভাবে স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দ্রুত প্রসার লাভ করছে। এর মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলনের প্রভাবে যৌন অভিমুখিতা ও লিঙ্গ পরিচয়কে ব্যক্তির মৌলিক অধিকারের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।[৬৮] এর ফলে বহু সমাজে এই পরিচয়গুলোকে সামাজিক বৈচিত্রের অংশ হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। আইনি ক্ষেত্রে, ইতোমধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্র LGBTQ ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, Obergefell v. Hodges, 2015 রায়ের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে সমলিঙ্গ বিবাহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়।[৬৯] একইভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও সমলিঙ্গ বিবাহ ও নাগরিক অধিকার আইনি বৈধতা অর্জন করেছে। তবে অনেক দেশ; বিশেষত ধর্মীয় মূল্যবোধ নির্ভর দেশসমূহে এটি এখনো আইনগত ও সামাজিকভাবে বিতর্কিত। উল্লেখিত ধারণাটি এবং নারী সংস্কার কমিশনের মৌখিক তালাক বাতিলকরণ, অভিন্ন পারিবারিক আইন ও যৌনকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ইত্যাদির মতো কিছু প্রস্তাবনা ইসলামের বিবাহনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব, LGBTQ-এর স্বাভাবিকীকরণ ও আইনি বৈধতা এবং নারী সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনা আধুনিক বৈশ্বিক মানবাধিকার চিন্তার প্রতিফলন হলেও, ইসলামের বিবাহনীতির সাথে সাংঘর্ষিক।

১০. গবেষণার ফলাফল

গবেষণার আলোচনায় প্রতীয়মান যে, ইসলামের বিবাহনীতি কেবল পারিবারিক সম্পর্কের একটি ধর্মীয় বিধান নয়, বরং মানব সভ্যতার নৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম ভিত্তি। ইসলাম বিবাহকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা যৌন তৃপ্তির মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং দায়িত্ব, ভালোবাসা ও ন্যায়ভিত্তিক একটি পবিত্র চুক্তি হিসেবে দেখেছে। এর মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সুরক্ষার পাশাপাশি সমাজে নৈতিক ভারসাম্য ও মানবিক মমত্ববোধ প্রতিষ্ঠা পায়। অন্যদিকে, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহে দেখা যায়, 'সমতা' ও 'স্বাধীনতা'র নামে এমন কিছু ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে যা ইসলামী বিবাহ-নীতির মৌলিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রস্তাবনাগুলোতে পারিবারিক নেতৃত্ব, উত্তরাধিকার, অভিভাবকত্ব ও দায়িত্ববণ্টনের ইসলামী কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে পারিবারিক সম্পর্কের ঐক্য, পরস্পর নির্ভরতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে, সভ্যতা টিকিয়ে রাখার মূল উপাদান হলো নৈতিকতা, দায়িত্বশীল পরিবারব্যবস্থা এবং নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতা। ইসলাম এই তিনটি স্তম্ভকে একত্রিত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও টেকসই সভ্যতার রূপরেখা প্রদান

68. United Nations, *Human Rights and Sexual Orientation and Gender Identity* (New York: United Nations, 2019)
69. Human Rights Watch, *Sexual Orientation and Gender Identity Rights* (NewYork: HRW, 2020), Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 (2015).

করেছে। অতএব, আধুনিকতার অজুহাতে ইসলামী বিবাহনীতি ও পারিবারিক কাঠামোকে উপেক্ষা করা সভ্যতার জন্য আত্মঘাতী হতে পারে। যার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় পশ্চিমা বিশ্বের পারিবারিক সংকট, নৈতিক অবক্ষয় ও প্রজন্মগত বিচ্ছিন্নতায়। অতএব, গবেষণার মূল অনুসিদ্ধান্ত হলো-ইসলামের বিবাহনীতি নারী-পুরুষ উভয়ের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্বকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে নির্ধারণ করে এক সুশৃঙ্খল, নৈতিক ও টেকসই সভ্যতা নির্মাণের পথ নির্দেশ করে। এই নীতিকে উপেক্ষা করে প্রণীত সংস্কারমূলক প্রস্তাবনা সমাজে সাময়িক জনপ্রিয়তা পেলেও, তা দীর্ঘমেয়াদে সভ্যতার জন্য বিধ্বংসী হতে পারে।

১১. সুপারিশমালা

- নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের পূর্বে এ সুপারিশগুলোর সাথে ইসলামের বিবাহনীতির সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো সংস্কার করা।
- ইসলামের বিবাহনীতির সাথে প্রচলিত আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ইসলামিক স্কলারদের সম্পৃক্ত করে বিশেষ কমিশন গঠন করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট স্তরে ইসলামী আইনসমূহ, বিশেষত ইসলামের বিবাহনীতি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২. গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও পরবর্তী গবেষণার সুযোগ

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ১৫টি বিষয়ে মোট ৪৪৩টি সুপারিশ করলেও বর্তমান গবেষণার পরিধি বিবেচনায় কেবল বিবাহনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি ইসলামি দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ কমিশনের প্রতিটি সুপারিশ বিশ্লেষণ করে, এ বিষয়ে FGD ও KII এর সহায়তা প্রাথমিক তথ্যের সমন্বয়ে গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

১৩. উপসংহার

গবেষণার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, সভ্যতা বিনির্মাণে ইসলামের বিবাহনীতি এক সুসংহত ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনব্যবস্থার দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম বিবাহকে কেবল দাম্পত্য সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক বন্ধন হিসেবে নয়, বরং মানবজীবনের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এই নীতির মাধ্যমে নারী-পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, সম্মান, সহযোগিতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন আধুনিক সমাজে নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার সচেতন প্রয়াস হলেও, এর কিছু প্রস্তাব ইসলামী নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং, বাস্তবমুখী ও গ্রহণযোগ্য সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক মূল্যবোধের আলোকে নীতি প্রণয়ন করা, যাতে নারীর ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত হয় এবং ধর্মীয় স্বকীয়তাও অক্ষুণ্ন থাকে।অতএব বলা যায়, সভ্যতার টেকসই অগ্রযাত্রা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামের বিবাহনীতি এক অনন্য দিকনির্দেশনা

প্রদান করে। নীতি নির্ধারকদের উচিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে নারী ও সমাজ উন্নয়নে এমন নীতি প্রণয়ন করা, যা মানবতার কল্যাণে ভারসাম্য, ন্যায়বিচার ও নৈতিক মূল্যবোধকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। ইসলামী বিবাহনীতি শুধু পারিবারিক স্থিতিশীলতার নয়, বরং ন্যায়নিষ্ঠ ও নৈতিক সভ্যতা নির্মাণের অন্যতম শক্ত ভিত্তি।

Bibliography

Al Qura'n

Arif Bin Habib, "Women's Affairs Reform Commission' report: A direct attack on Islam and the Muslim community", https://islamidawahcenter.com/womens-affairs-reform-commissions-report/,

Al-Murghinani, Burhan al-din, *Al-Hidayah fi sharh Bidayat al -Mubtadi* (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000)

Amina Wadud, Qur'an and Woman : *Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999)

Government of the People's Republic of Bangladesh, *Nari Bisayak Sanskar Kamisaner Pratibedan.* Dhaka: Ministry of Women and Children Affairs, 2025

Dar Ahyiail Kutubil Arabia, *Alamgiri* (Kairo: Dar Ahyiail Kutubil Arabia, 1952)

Dr.Hamid, *Islam and Manobshovvota* (Dhaka:Islamic Foundation Bangladesh,1983)

Dr. Jamal Badyee, "Gender Equity in Islamic Dawha Movement" *Islamic Research Acadamy*, (1999)

Dr. Md. Nasir Uddin, *Internete bibah O Bisched* (Dhaka: Sarborno Prokashon, 2023)

Fatima Mernissi, Beyond the Veil : Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society (Indiana: Indiana University Press, 1987)

Government of the People's Republic of Bangladesh, *Child Marriage Restraint Act, 2017*

Hidayat,R. Sharia-Based Marriage and Its Role in Moral Education: A Case Study of Jakatra ,*Islamic Family Studies Review*, 8/3 (2020)

Human Rights Watch. Sexual Orientation and Gender Identity Rights. NewYork: HRW, 2020. Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 (2015)

Ibn Khaldun, *Mukaddima*, Translated by Golam Samdani Kuraishi (Dhaka: Dibbo Prokash, 2007)

Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid, *As Sunan* (Beirut:Dar al-Fikr, 2004)

Imam Abu D`aud Sulaiman, *As Sunan* (Kairo: Dar Ahyea al-kutubil Arabia, 1952)

Imam Ahmad ibn al husain, *Al Baihaqi* (Berut:Dar al Kutub al-ilmiyyah,1990)

Imam Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj, *As Sahih* (Bairut: Dar Ahyaut turas al-arabia, 1955)

Imam al- Gazali, Ihyau Ulumid din, *Translated by Mawlana Muhiuddin Khan* (Dhaka: Madina Pablication, 2010)

Imam Muhammad ibn Ismail al Bukhari, *AsSahih* (Beirut: Dar Tawq al Najah, 1422H)

Linda J.Waite and Maggia Gallagher, *The Case for Marrige: Why Marrid People are Happier, Healthier, and Better off Financially* (New York: Daubleday, 2000)

Md. Anwarul Rahman*, Isalmi Somaj Babosthai Bibah o Poribar* (Dhaka: Islamic Founddation Bangladesh, 2012)

Mirza Muhammad Al Bekai, *Sahrhu Bekaia* (Kairo: Idarul Falah, 1962)

Mufti Taqi Osmani, *Baibah O Talak* (Dhaka: Maktabatul Ashraf, 2015)

Md. Ayatullah, "Reforms in Islamic Law in the Contemporary World and Conformity with Islamiic Principles", *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, vol. 5(2), 2019

Noor Mohammad, "Islamic Law & Women Rights in Bangladesh", *Social Sciences*, Vol. 2, No. 2, 2013

R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (Cambridge University Press,1930)

Smith, Laura, and Peter Johnson, "Marriage and Psychological Well-bing: A Comparative Study" *Journal of Family Phychology*, 3/34 (2020)

Salih bin fawzan bin eabd allh alfawzan, *Almulakhas Alfiqh* (Riyad : dar al asimath, 1423h)

Tahir Mahmud, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987)

U.S.Centers For Disease Control and Prevention (CDC), *National Vital Statistics Reports*, 2023

United Nations, *Human Rights and Sexual Orientation and Gender Identity* (New York:United Nations, 2019)

Weal B. Hallaq, *Shari'a: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009)